সূরা আত্ তূর-৫২

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

নবুওয়তের প্রথম দিকেই মক্কাতে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল। নলডিকি এই সূরাকে সূরা যারিয়াতের পরে পরেই অবতীর্ণ বলে মনে করেন। কিন্তু মূইর এর অবতরণকে আরো কিছু পরে বলে সাব্যস্ত করেন। পূর্ববর্তী সূরাতে কুরআনের দ্বারা সৃষ্ট আধ্যাত্মিক মহাজাগরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সূরাটিতে বলা হয়েছিল, যেহেতু মানুষ একেবারে কলুষিত হয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলেছিল, সেহেতু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এবং অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদে নূতনভাবে আল্লাহ্‌র বাণী আসা অপরিহার্য হয়ে ওঠেছিল। সূরাটির শেষদিকে এই কথাও উচ্চারিত হয়েছিল, পূর্ববর্তী সকল নবীদের মত হযরত নবী করীম (সাঃ)ও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহানবী (সাঃ) এর আনীত সত্যই বিজয়ী হবে এবং অবিশ্বাসীরা শাস্তিতে নিপতিত হবে। এখন এই সূরাতে মহানবী (সাঃ) এর সম্পর্কে বাইবেলে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করা হচ্ছে , তারা যদি বিরোধিতা ও অত্যাচার করা থেকে ক্ষান্ত না হয় তাহলে ঐশী শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।

সূরাটির প্রারম্ভেই বাইবেলে কুরআন ও নবী করীম (সাঃ) সম্বন্ধে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী আছে তার প্রতি সরাসরি আলোকপাত করে বলা হচ্ছে, বাইবেল, কুরআন এবং কা'বা, সবই ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। অতএব অবিশ্বাসীদেরকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে, যারা সত্যের শত্রুতা করে তারা কখনো সুফল লাভ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র ঐ সব ধার্মিক বান্দাগণ, যারা ঐশী শিক্ষাকে মনে-প্রাণে গ্রহণপূর্বক তাদের জীবনকে সেই ছাঁচে ঢেলে সাজান তারা নিশ্চয় আল্লাহ্-প্রদত্ত অনুগ্রহরাজির অধিকারী হয়ে থাকেন। অতঃপর সূরাটি ঘোষণা করছে, মহানবী (সাঃ) কোন ভবিষ্যদ্বক্তা, পাগল বা কবি নন। তাঁর উপর অবতীর্ণ হওয়া ঐশী কিতাব কুরআনও কোন মিথ্যা জালকারীর রচনা নয়। এটি পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি-কর্তার পবিত্র বাণী। মহানবী (সাঃ) কোন পুরস্কার-প্রার্থী নন। তিনি আল্লাহ্‌র দেয়া কর্তব্য পালনে ব্রতী। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকরী হবে না। কেননা তিনি আল্লাহ্ তাআলার রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সর্বদা বিচরণ করেন। বরং অবিশ্বাসীরা অতি শীঘ্রই ঐশী শাস্তিতে নিপতিত হবে।

سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ خَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعَانِ

সূরা আত্ তূর-৫২

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৫০ আয়াত এবং ২ রুকু

১। [ক]আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

২। তূর [খ](পর্বতের) কসম[২৮৪৩]। وَالطُّوْرِ ②

৩। আর এক লিখিত কিতাবের[২৮৪৪] (কসম), وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ③

৪। (যা) উন্মুক্ত কাগজে (লিখিত রয়েছে)। فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ④

৫। আর আবাদকৃত গৃহের[২৮৪৫] (কসম)। وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ⑤

৬। আর উন্নীত ছাদের[২৮৪৬] (কসম)। وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ⑥

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৯৫ঃ৩।

২৮৪৩। শপথ করার পিছনে যে দর্শন, প্রয়োজনীয়তা এবং তাৎপর্য রয়েছে, সে জন্য ২৪৬৫ টীকা দেখুন।

২৮৪৪। এস্থলে কিতাব দ্বারা কুরআন অথবা মূসা (আঃ) এর কিতাবকে বুঝাচ্ছে, খুব সম্ভব কুরআনকেই বুঝাচ্ছে।

২৮৪৫। জেরুযালেমের উপাসনালয় বা যে কোন উপসনালয়, তবে খুব সম্ভব কা'বার উপাসনলয়কেই এখানে বুঝাচ্ছে। কেননা কুরআন কা'বাকে 'পুনঃ পুনঃ গমনস্থল' বলে অভিহিত করেছে (২ঃ১২৬), একে 'পবিত্র গৃহ' (৫ঃ৩), 'পবিত্র মসজিদ' (১৭ঃ২), 'প্রাচীন গৃহ' (২২ঃ৩০), 'নিরাপত্তার শহর' (৯৫ঃ৪) প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেছে। আঁহযরত (সাঃ) এর মি'রাজ এর বর্ণনাতেও 'বায়তুল মা'মুর' এর উল্লেখ আছে।

২৮৪৬। চাদোয়া আকারে বানানো উপাসনালয় যা মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলের উপাসনার জন্য মরুপ্রান্তরে স্থাপন করেছিলেন, কা'বা গৃহ, আকাশ। শেষোক্ত শব্দটিই এখানে সম্ভবত অধিক প্রযোজ্য। কুরআনের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যখন তা কোন সত্যকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করতে চায় তখন তা কোন জীব, বস্তু, প্রাকৃতিক নিয়ম বা দৃশ্যের কসম খায় অর্থাৎ ঐগুলোকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করে থাকে। এই সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াতে মূসা (আঃ) এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত কিছু বস্তুর শপথ আমরা দেখতে পাই। মূসা (আঃ) মহানবী (সাঃ) এর অনুরূপ পূর্বসূরী। 'তুর পর্বতে' মূসা (আঃ) এর উপর আল্লাহ্র শরীয়ত সম্বলিত বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং বনী ইসরাঈলের ভ্রাতৃ বংশীয়দের মধ্যে থেকে এক মহান নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও ঐ তূর পর্বতেই মূসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ১৮; ৩৩ঃ২)। ভবিষ্যতে আগমনকারী যে মহাপুরুষের কথা উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত হয়েছে তিনিই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ), এটা একেবারেই স্বতঃসিদ্ধ কথা। তাঁরই আগমনকে কুরআনে মূসা (আঃ) এর আগমনের অনুরূপ বলা হয়েছে (৭৩ঃ১৬)। অতঃপর মূলপাঠে উল্লেখিত 'কিতাবকে' (বাইবেল বা কুরআন, খুব সম্ভব কুরআন) সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করা হয়েছে, যা মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'বিশ্বনবী' হওয়ার সত্যতাকে আজও সাক্ষ্যদান করে শির উঁচু করে স্থায়ীভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এরপর সাক্ষ্য রাখা হয়েছে বায়তুল মা'মুরকে। ধর্মের মূল ইবাদত খানা 'কাবা' কেন্দ্ররূপে চির-জাগরূক থাকবে সেই ধর্ম নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী হওয়ার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে এসেছে। এই স্থানে (মক্কায়) এই কাবা ঘরের সংস্কার সাধনের জন্য বহু শতাব্দী পূর্বে আল্লাহ্র একজন পবিত্র বান্দা ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইস্মাঈল (আঃ) এর সাহায্য নিয়ে যখন নির্মাণ কাজে রত ছিলেন তখন তিনি আল্লাহ্ তাআলার সমীপে দোয়া করেছিলেন, 'হে আমার প্রভু! তুমি এই স্থানটিকে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রে পরিণত কর, যাতে একে কেন্দ্র করে তোমার একত্ব চতুর্দিকে ঘোষিত ও প্রচারিত হতে থাকে'। 'উন্নীত ছাদ' বলতে আকাশকে বুঝিয়েছে। এই ৬ আয়াতে বলা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) ক্রমাগতভাবে ঐশী সাহায্য পাচ্ছেন। অবিশ্বাসীরা এই সত্য স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে ইসলাম ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে ও উন্নতি করছে এবং তাদের প্রতিটি শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। তারা এতই নির্বোধ যে ঐশী সাহায্যের এই সরল-সোজা সত্যটাও তাদের বোধগম্য হয় না।

৭। আর উত্তাল ক.সমুদ্রের[২৮৪৭] (কসম)।

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ⑦

৮। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (পক্ষ থেকে) আযাবের খ.(আগমন) অবশ্যম্ভাবী।

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑧

৯। কেউ একে টলাতে পারবে না।

مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ⑨

★ ১০। সেদিন[২৮৪৮] আকাশ প্রচন্ডভাবে আলোড়িত হবে

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ⑩

★ ১১। গ.এবং পাহাড়পর্বত দ্রুতবেগে চলতে থাকবে[২৮৪৯]।

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑪

১২। অতএব সেদিন প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য দুর্ভোগ,

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑫

১৩। যারা বাজে কথায় মত্ত হয়ে আনন্দস্ফূর্তি করতো।

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ⑬ وقف لازم

১৪। সেদিন তাদেরকে ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের আগুনের[২৮৫০] দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ⑭

১৫। (তখন তাদের বলা হবে,) এই সেই আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলে অভিহিত করতে।

هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ⑮

১৬। এ কি তবে যাদু, অথবা তোমরা কি (এখনো) দেখতে পাচ্ছ না?

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ⑯

১৭। তোমরা এতে প্রবেশ কর। এরপর ধৈর্য ধরা বা না ধরা ঘ.তোমাদের জন্য সমান। তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিফলই কেবল তোমাদের দেয়া হবে।

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ
إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑰

দেখুন ঃ ক. ৮১ঃ৭ খ. ৫১ঃ৬ গ. ১৮ঃ৪৮, ৭৮ঃ২১, ৮১ঃ৪ ঘ. ১৪ঃ২২, ৪১ঃ২৫।

২৮৪৭। 'উত্তাল সমুদ্র' বলতে লোহিত সাগরকে বুঝিয়েছে, যেখানে ফেরাউন তার বাহিনীসহ বনী ইরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন কালে নিমজ্জিত হয়েছিল অথবা এটি বদরের যুদ্ধ ক্ষেত্রকেও বুঝাতে পারে, যেখানে কুরায়শদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছিল। কেননা এ স্থানটি 'আল বাহর' বা সমুদ্র নামে পরিচিত ছিল (নিহায়া)।

২৮৪৮। 'সে দিন বলতে' ঐশী সাহায্যের সুস্পষ্ট দিনটিকে নির্দেশ করছে, যেদিন সকল ঐশী শক্তি মহানবী (সাঃ) এর সাহায্যে অবতীর্ণ হবে। বদরের যুদ্ধের দিনে এইরূপই ঘটেছিল।

২৮৪৯। মহা বিচারের দিনে অবিশ্বাসীরা ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হবে। ঝড়ের মুখে ভূষির মত তারাও উড়ে যাবে। এই আয়াতের অন্য অর্থ এই হতে পারে যে অতি শীঘ্রই বড় বড় সাম্রাজ্যগুলো খন্ড-বিখন্ড ও চূর্ণ -বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এই আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত মিলিতভাবে একটি বিষয়ের প্রতি ইশারা করে যে পুরাতন, ঘুণেধরা, অচল সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত অবসান হতে চলেছে এবং এর জায়গায় একটি নতুন কার্যকরী ও সচল সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে। এই আয়াতগুলো অবশ্য কিয়ামতের দিনের প্রতিও সমভাবে প্রযোজ্য।

২৮৫০। অবিশ্বাসীদের পাপ যেদিন সন্দেহাতীত ও চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং অনুতাপের সময়ও অতীত হয়ে যাবে তখন তারা যে অবস্থায় নিপতিত হবে, এই আয়াতে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে।

১৮। ক.নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতসমূহে এবং পরম সুখে থাকবে।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٨﴾

১৯। (আর) তাদের প্রভু-প্রতিপালক যা তাদের দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত হবে এবং তাদের প্রভু-প্রতিপালক জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন।

فَٰكِهِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

★২০। (তিনি বলবেন,) তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের পুরস্কাররূপে পরমানন্দে খাও ও পান কর।

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيٓـًٔا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

২১। সারি সারি সুসজ্জিত খ.পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে। গ.আর আমরা ডাগর ডাগর চোখের কুমারীদেরকে তাদের সাথী[২৮৫১] করে দিব।

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢١﴾

দেখুন ঃ ক. ১৫ঃ৪৬, ৭৭ঃ৪২-৪৩, ৭৮ঃ৩২-৩৩ খ.১৮ঃ৩২, ৫৫ঃ৫৫, ৭৬ঃ১৪ গ. ৪৪ঃ৫৫, ৫৬ঃ২৩।

২৮৫১। 'যাওয়াজা শাইয়ান বিশাইয়িন' অর্থ, সে একটি বস্তুর সঙ্গে ঐ বস্তুটিরই জোড়া তৈরী করলো, সে একে এরই সদৃশ বস্তুর সঙ্গে একত্রিত করলো বা মিলালো। 'হুর' শব্দটি, 'আহ্‌ওয়া' (পুঃ)ও 'হাওরা'(স্ত্রী)উভয় শব্দের বহুবচন এবং এই শব্দটি দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যার চক্ষুদ্বয়ের শ্বেতাংশ অত্যুজ্জ্বল সাদা ও কৃষ্ণাংশ অত্যুজ্জ্বল কালো এবং তৎসহ সারাটা শরীরও অত্যন্ত উজ্জল সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠবে পরিপুর্ণ। 'আহওয়ার' শব্দের দ্বারা পরিষ্কার, তীক্ষ্ণ, পবিত্র, দীপ্ত-বুদ্ধিও বুঝায়।

'ঈন' শব্দটি 'আইয়ান' ও 'আইনা' শব্দদ্বয়ের বহুবচন। এই শব্দদ্বয় যথাক্রমে সুন্দর, বড় বড়, কৃষ্ণ-চক্ষু বিশিষ্ট পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বুঝায়। অবশ্য 'আইনা' শব্দের দ্বারা একটি উত্তম সৌকর্যমণ্ডিত বাক্য বা শব্দকেও বুঝায় (লেইন, মুফ্‌রাদাত এবং তাজ)। অতএব 'হূর' ও 'ঈন' শব্দদ্বয় মিলে দেহ ও মনের তথা ব্যক্তির ও চরিত্রের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা প্রকাশ করে।

পরকালের জীবন ইহকালের জীবনেরই প্রতিফলন, প্রতিকৃতি ও পরিস্ফুট ছবি। পরজগতের পুরস্কার ও শাস্তি ইহজগতের কৃত-কর্মের প্রতিচ্ছবি ও মূর্ত-রূপায়ণ বিশেষ। বেহেশ্‌ত ও দোযখ কোন বস্তু-জগৎ নয়। তবে এটা অবশ্যই সত্য যে এটা দৃশ্যমান ও ভোগযোগ্য হবে। একে কেউ বস্তুজগৎ বললেও বলতে পারে, তবে আসলে তা ইহজগতের আধ্যাত্মিক অবস্থান ও কর্মকান্ডের দ্বারা রচিত ভুবন ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইহজগতের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমাকষর্ণে মগ্ন থেকে যারা দেহত্যাগ করে তারা পরকালে নিজেদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখতে পাবে। ইহকালের অদম্য ভোগ-বিলাস ও লোভাতুর হা-হুতাশ পরকালে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার রূপ পরিগ্রহ করবে। তেমনি সৃষ্টিকর্তা প্রভুর প্রতি প্রেম ও ভক্তি-ভালবাসা পরকালে তৃপ্তিদায়ক উৎকৃষ্টতম শরবৎ রূপে প্রেমিকের কাছে উপস্থিত করা হবে ....ইত্যাদি। এরূপেই বেহেশ্‌তে উদ্যান, স্রোতস্বিনী, ঝর্ণা, দুগ্ধ, মধু, পাখীর মাংস, শরাব, ফল-ফলাদি, সিংহাসন, সুজন-সাথী ও অন্যান্য উপভোগ্য সামগ্রী থাকবে। ঐগুলো এই জগতের বস্তু হবে না, বরং এই জগতের জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী ও কর্মফলের দ্বারা রূপায়িত বস্তু-নিচয় হবে। 'যাওয়াজনা', 'হুর' এবং 'ঈন্‌' এই শব্দ এদের ব্যাখ্যা উপরে যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে আল্লাহ্‌ তালার ধার্মিক বান্দাগণকে বেহেশ্‌তে উজ্জ্বল ও আধ্যাত্মিক জোতির্ময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত চেহারার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে বাস করতে দেয়া হবে। অথবা সুন্দরী, কুমারী নারীগণকে তাদের পবিত্র সাথী করা হবে, অর্থাৎ তারা তাদের স্ত্রী হবে।

পরকালের জীবন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হলে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের পুরস্কার ও শাস্তির তাৎপর্য বুঝতে হলে এই কথাটি ভালভাবে মনে রাখতে হবে যে পরজীবন ইহজীবনেরই ধারাবাহিক অবস্থা মাত্র। মানুষের আত্মা যখনই এই মাটির দেহ ত্যাগ করে তখনই ঐ আত্মাকে একটা নূতন দেহ পরিয়ে দেয়া হয়। কেননা দেহ ছাড়া আত্মা উন্নতি করতে পারে না, নেয়ামত উপভোগ করতেও পারে না, শাস্তিও ভোগ করতে পারে না। নূতন দেহটি অবশ্যই সেইরূপ সুক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন হবে এ রূপে ইহকালে আত্মা সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন ছিল। যেহেতু এই নূতন দেহটি আমাদের ইহকালীন দেহ থেকে ভিন্নতর হবে এবং যার প্রকৃতি ইহলোকে উপলব্ধিযোগ্য নয়, তেমনি পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারসমূহের প্রকৃতি ও গুণাগুণ ইহকালে থাকা অবস্থায় অবোধগম্যই থাকবে। এই জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে,'বস্তুত কেউই জানে না যে তাদের জন্য তাদের কর্মের প্রতিদান রূপে কি কি নয়নতৃপ্তিকর বস্তু গোপন করে রাখা হয়েছে' (৩২ঃ১৮)।. মহানবী (সাঃ) বলেছেন,'বেহেশ্‌তের নেয়া'মতসমুহ না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে, না কোন মন উপলব্ধি করেছে'' (বুখারী)। কুরআনে বেহেশ্‌তের একটি ছোট বর্ণনা হলো 'বেহেশ্‌তে পাপ থাকবে না, বৃথা বাক্যালাপ পর্যন্ত থাকবে না" (৫৬ঃ২৬০-২৭)-এর দ্বারাই ধার্মিকের জন্য প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যের একটি উজ্জ্বল চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ২৩২৬ টীকাও দেখুন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۭ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

২২। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে আমরা তাদের [ক]সন্তানসন্ততিকে তাদের সাথে মিলিত করাবো[২৮৫২]। আর তাদের কাজের (পুরস্কার) থেকে আমরা কিছু কমাবো না। প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ[২৮৫৩]।

وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

২৩। আর আমরা তাদের কাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন প্রকারের [খ]ফল ও মাংস তাদের দান করবো।

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ﴿٢٣﴾

২৪। তারা এ (জান্নাতে) একে অন্যের সাথে (চপলতাচ্ছলে) পেয়ালা নিয়ে লোফালুফি করবে[২৮৫৪]। এতে কোন বাজে ব্যাপার থাকবে না এবং [গ]পাপও থাকবে না।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ﴿٢٤﴾

২৫। [ঘ]আর তাদের কিশোররা[২৮৫৫] ঢেকে রাখা মুক্তার ন্যায় (জ্বলজ্বল করবে), তারা (সেবার জন্য) তাদের চারপাশে ঘুরাফেরা করবে।★

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاۗءَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬। আর তারা কুশল বিনিময় করতে করতে একে অন্যের প্রতি মনোযোগী হবে।

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। তারা বলবে, 'নিশ্চয় আমরা এর পূর্বে নিজেদের পরিবারপরিজনদের মাঝে (আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির) ভয়ে ভীত থাকতাম[২৮৫৬]।

দেখুন ঃ ক. ৪০ঃ৯ খ. ৫৫ঃ১২, ৫৬ঃ২১ গ. ১৯ঃ৬৩ ৫৬ঃ২৬, ৭৮ঃ৩৬ ঘ. ৫৬ঃ১৮, ৭৬ঃ২০।

২৮৫২। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, ধর্মপরায়ণ পুণ্যাত্মাগণকে তাদের পুণ্যবতী পবিত্রা স্ত্রীদের সাথে বেহেশ্‌তে রাখা হবে। এই আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের সন্তানদেরকেও তাদের সাথে একত্র করা হবে, যাতে তাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

২৮৫৩। একজন পুণ্যাত্মার সাথে সম্পর্ক থাকাটাই (বেহেশতে যাওয়ার জন্য) যথেষ্ট নয়। কেননা ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করার শর্ত রয়েছে। কোন ব্যক্তি নিজ ঈমান ও আমল অনুযায়ী বেহেশ্‌তে নিম্ন শ্রেণী পাওয়ার মত হলে কেবল সেই ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন শ্রেণীতে অবস্থানকারী পিতা মাতার সম্মানার্থে তাকে উন্নতি দানপূর্বক তাদের সাথে মিলানো হবে।

২৮৫৪। 'তানজাউল কা'সা' মানে তারা একে অপরের কাছে থেকে পেয়ালা গ্রহণ করলো (আকরাব)।

২৮৫৫। 'গোলাম' (যুবক) শব্দের বহুবচন 'গিলমান' (যুবকগণ)। গোলাম অর্থ যুবক, চাকর, পুত্র ইত্যাদি (লেইন)। কুরআনেও 'গোলাম' শব্দটি 'ওয়ালাদ' (পুত্র) অর্থে ব্যাহৃত হয়েছে (৩ঃ৪১; ১৫ঃ৫৪; ১৯ঃ৮; ৩৭ঃ১০২; ৫১ঃ২৯)। কুরআনের অন্যত্র (৭৬ঃ২০) 'গিলমান' শব্দের পরিবর্তে বিলদান (পুত্রগণ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে বেহেশ্‌তে যেসব যুবক পুণ্যাত্মাগণের খেদমতে নিয়োজিত হবে তারা ঐ পুণ্যাত্মাগণেরই পুত্র। এই আয়াত দ্বারা আরেকটি অর্থও প্রকাশ পায়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাদের হাতে অপরিমেয় ধন ও শক্তি আসবে এবং অগণিত দাস খেদমতের জন্য তারা লাভ করবে। এই আয়াত সেই প্রতিশ্রুতির প্রতিও আরোপিত হতে পারে।

★[এ আয়াতেও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ দৃষ্টান্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। জান্নাতীদের সেবার জন্য এরূপ কিশোর নিযুক্ত করা হবে, তারা যেন ঢেকে রাখা মুক্তা। এ শব্দগুলো প্রমাণ করছে এসব কথা রূপক ও দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৮৫৬। মূল পাঠস্থলে যে অনুবাদ দেয়া হয়েছে, তাছাড়াও অন্য একটি অর্থ এই হতে পারে, "চতুর্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত থাকাবস্থায় তাদের শক্তি-মত্তা ও ভীতি প্রদর্শন সময়ে সময়ে আমাদেরকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করতো বটে, কিন্তু এখন আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তি উপভোগ করছি।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٨﴾

২৮। কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং দাবদাহের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন।

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٩﴾

১ [১৯] ৩

২৯। নিশ্চয় আমরা পূর্বেও তাঁকে ডাকতাম। নিঃসন্দেহে তিনি পরম কল্যাণ সাধনকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।'

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٣٠﴾

৩০। তুমি উপদেশ দিতে থাক। কারণ তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহে ক.গণকও নও এবং উন্মাদও নও।

أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣١﴾

৩১। তারা কি (এ কথা) বলে, 'সে একজন খ.কবি, যার সম্পর্কে আমরা কালের বিপর্যয়ের[২৮৫৭] অপেক্ষা করছি?'

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২। তুমি বল, গ.'তোমরা অপেক্ষা করতে থাক[২৮৫৮]। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান থাকলাম।'

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩। তাদের কান্ডজ্ঞান কি তাদের এটাই বলে অথবা তারা কি আদপেই এক বিদ্রোহপরায়ণ জাতি[২৮৫৯]?

أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪। তারা কি (এ কথা) বলে, সে এ (কুরআন নিজেই) বানিয়ে নিয়েছে[২৮৬০]? আসলে (কোন অবস্থাতেই) তারা ঈমান আনবে না।

فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ إِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٥﴾

★ ৩৫। অতএব তারা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তারা এরই মত এক বাণী[২৮৬১] নিয়ে আসুক।

দেখুন ঃ ক.৬৯ঃ৪৩,খ.২১ঃ৬,৬৯ঃ৪২ গ.৯ঃ৫২,৩২ঃ৩১।

২৮৫৭। 'রায়ব' শব্দের অর্থ মনের অস্থিরতা ও অশান্তি, কুমতলব, সন্দেহ, মহাবিপদ (লেইন)। 'মানূন' অর্থ মৃত্যু, ভাগ্য, সময় (আকরাব)।

২৮৫৮। এই আয়াত যা বলছে তা হলো কাফিররা মহানবী (সাঃ)কে 'কবি' আখ্যায়িত করে বলে যে কল্পনা-বিলাসী এই লোকটি শূন্যে গৃহ নির্মাণ করে বিরাট ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। তাকে 'গণক' নামে বিদ্রুপ করে বলে, সরলমনা মানুষের বিশ্বাস প্রবণতার সুযোগ নিয়ে সে তাদেরকে ঠকায়, সে একটা পাগল, কেবল বক্‌ বক্‌ করে বেড়ায়। দুদিন আগে হোক বা দুদিন পরে হোক স্বাভাবিকভাবেই তার দুঃখজনক পরিণাম ঘটবে। কিন্তু তারা যদি কেয়ামতের দিন পর্যন্তও অপেক্ষা করে তাহলেও তারা দেখতে পাবে, তাদের ঐ ভ্রান্ত আশা অপূর্ণই থেকে গেছে। সময়ই ফয়সালা করে দিবে অবিশ্বাসীরা ভ্রান্ত, আর মহানবী (সাঃ) অভ্রান্ত ও সত্য।

২৮৫৯। তাদের বিবেক ও যুক্তিই কি তাদেরকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করলো? অথবা তারা সর্বপ্রকার মধ্যপন্থা ও সংযমকে ছুঁড়ে ফেলে ন্যায়-নীতির সকল গণ্ডী যথেষ্ট লংঘন করে ঐশী বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার ব্রত গ্রহণ করলো?

২৮৬০। 'তাকাওওয়ালা' অর্থ সে মিথ্যা কথা বলেছিল, সে অমুক ব্যক্তির প্রতি এরূপ কথা আরোপ করেছিল, যা সে বলেনি (আকরাব)।

২৮৬১। কাফিররা এইরূপ অভিযোগ করে বেড়াতো যে মহানবী (সাঃ) নাকি নিজেই 'কুরআন' রচনা করেন, এটি আল্লাহ্‌ তাআলার কোন অবতীর্ণ বাণী নয়। এই আয়াত তাদের উক্ত অভিযোগকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করছে। এতে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে, মহানবী (সাঃ) যদি আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত না হন এবং তিনি নিজেই যদি এই বাণীর প্রণেতা হয়ে থাকেন তাহলে কুরআনের মত এত মধুর প্রাঞ্জল ভাষা ও এত মহীয়ান উচ্চমার্গের রচনা-শৈলী সম্বলিত একটি পুস্তক তারা প্রণয়ন করে দেখিয়ে দিক, যা কুরআনের মতই মানুষের শত সহস্র প্রকারের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জটিল সমস্যাবলীর সমাধান দিতে পারে, যা কুরআনের মতই এর অনুসারীদের জীবনে আপন প্রভাব এমনভাবে বিস্তার করবে যে তারা পরিবর্তিত মানুষ হয়ে যাবে যাতে তা কুরআনের মতই চির সত্যের চিরস্থায়ী শিক্ষার ভাণ্ডার বলে গণ্য হতে পারে। কাফিরদেরকে বার বার আহ্‌বান করা হয়েছে যে ব্যক্তিগতভাবে তো দূরের

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

★ ৩৬। কোন কিছু ছাড়াই কি তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা তারা নিজেরাই কি স্রষ্টা?

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। তারাই কি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? আসলে (কোন অবস্থাতেই) তারা বিশ্বাস করবে না।

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮। তাদের কাছে কি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের ধনভান্ডার রয়েছে অথবা তারা কি (এগুলোর) তত্ত্বাবধায়ক?

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯। তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে যার ওপর (চড়ে) তারা (আল্লাহ্‌র কথা) শুনে?[২৮৬২] তাহলে তাদের মাঝে যে শুনে সে কোন অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ তো নিয়ে আসুক।

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٩﴾

৪০। তাঁর জন্য কি কন্যা সন্তান[২৮৬৩] এবং তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান?

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٤٠﴾

৪১। [ক]তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান[২৮৬৪] চাও যার ফলে তারা ঋণের বোঝায় চাপা পড়েছে?

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤١﴾

৪২। তাদের কাছে কি অদৃশ্যের (জ্ঞান) আছে, যা তারা লিখছে?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٢﴾

৪৩। তারা কি (তোমার বিরুদ্ধে) কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? তাহলে যারা অস্বীকার করেছে তারাই (নিজেদের) ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়বে।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٣﴾

দেখুন ঃ ক. ৬৮ঃ৪৭।

কথা, সমন্বিত ও সম্মিলিতভাবে মানুষ ও জিন সকলের সাহায্য নিয়ে একসাথে হয়েও তারা কুরআনের মত গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করে দেখতে পারে। কুরআন স্বয়ং বলেছে, তারা এমন গ্রন্থ কোন ক্রমেই রচনা করতে পারবে না। কেননা এতো মানব রচিত কোন গ্রন্থ নয় যে অন্য মানবও সেইরূপ গ্রন্থ রচনা করতে পারবে। এতো মানবাতীত বাণী, 'স্বয়ং আল্লাহ্‌ তাআলার' মুখ নিঃসৃত বাণী। দেখুন ২ঃ২৪, ১৪ঃ২৫, ১৭ঃ৮৯।

২৮৬২। ঐশী গোপনীয় তথ্যাবলী যদি কাফিরদের জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ থেকে থাকে তাহলে তারা তাদের এই অভিযোগ প্রমাণ করুক যে মহানবী (সাঃ) আল্লাহ্‌ তাআলার মনোনীত রসূল নন।

২৮৬৩। এই আয়াতে বলা হয়েছে, এই কথা আল্লাহ্‌ তাআলার তওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তান থাকা উচিত, তা সে পুত্র সন্তানই হউক না কেন। তথাপি কাফিররা এতই ধৃষ্টতা দেখায় যে কন্যা সন্তান তাদের নিজেদের কাছে অপমান ও অসম্মানের হেতু বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌ তাআলার কন্যা আছে বলে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

২৮৬৪। এই আয়াতটি কাফিরদেরকে তাদের বিবেচনা শক্তির সদ্ব্যবহার করার আহবান জানিয়ে বলছে যে মহানবী (সাঃ) তো কেবল তাদেরই নৈতিক ও আত্মিক মঙ্গলের জন্য তাদেরকে ধর্ম ও ধার্মিকতার পথে বিনা পারিশ্রমিকে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আহ্‌বান জানান। এই আহ্‌বানকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ দেখেও কি তারা এর সত্যতা বুঝে না? তারা এত নির্জলা সত্যকে কেন গ্রহণ করে না?

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

৪৪। তাদের জন্য কি আল্লাহ্‌ ছাড়াও অন্য কোন উপাস্য আছে? তারা যা শরীক করছে আল্লাহ্‌ তা থেকে পবিত্র।

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

★ ৪৫। আর তারা এক খন্ড মেঘ নেমে আসতে দেখলে বলে, (শীঘ্রই এটি) পুঞ্জীভূত[২৮৬৫] মেঘে (পরিণত হবে)।

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

★ ৪৬। সুতরাং তারা তাদের (প্রতিশ্রুত) দিনের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত তুমি তাদের একা ছেড়ে দাও। (সেদিন) তাদের বজ্রাঘাত করা হবে।

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। সেদিন তাদের কোন ফন্দীফিকির তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদের সাহায্যও করা হবে না।

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

৪৮। আর যারা যুলুম করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য এছাড়া আরো আযাব রয়েছে[২৮৬৬]। কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾

৪৯। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নির্দেশের (অপেক্ষায়) ধৈর্য ধর। কেননা নিশ্চয় তুমি আমাদের চোখের সামনে (আমাদের নিরাপত্তায়) রয়েছ[২৮৬৭]। আর [ক]তুমি যখন (ঘুম থেকে) উঠ তখন প্রশংসাসহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

২ [২১] ৪ ৫০। আর রাতেও এবং তারকাদের ডুবে যাওয়ার পরও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

দেখুন ঃ ক. ৭৩ঃ৩-৫; ৭৬ঃ২৭।

২৮৬৫। কাফিরদের মিথ্যা নিরাপত্তা বোধ ও একান্ত উদাসীনতা তাদের মনকে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে উপযুক্ত সময়ের ঐশী সাবধান বাণী দ্বারাও তারা উপকৃত হতে চায় না। এমন কি একখণ্ড আকাশও যদি সত্য সত্যই তাদের উপরে পড়তে দেখে তখনো তারা আত্মপ্রবঞ্চনা করে এই বলে স্বস্তিলাভ করতে চাইবে যে এতো মেঘরূপে আল্লাহ্‌র করুণা রূপে তাদের উপরে নেমে আসছে।

২৮৬৬। 'দূন' অর্থ সময়ের পূর্বে বা পরে, স্থানের পূর্বে বা পরে, নিকটবর্তী, অন্য, ব্যতীত (লেইন)।

২৮৬৭। আমাদের ছত্রছায়ায় (৫ঃ৬৮)।